পুষ্পমেঘ

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

দ্বিতীয় সংবর্ধিত সংস্করণ : চৈত্র ১৩৬৩

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মূল্য পাঁচ টাকা

রসিকজনেষু-

ভূমিকা

"শুধু ভাবি মনে,
নাহিক বিরহ হেথা
রয়েছে মিলন।

দূরাশ্রমী দৃষ্টি!—
—তাই, দেখেছ কি সেথা
ভবিষ্য-লিখন?

ভাবি, আর হেরি,
দূর হতে ছুটে আসে
পুষ্পিত বলাকা!

শোনো কালিদাস,
ভাষার আভাসে ভাসে
স্বর্ণিতা—অলকা॥"

আমি লিখেছি “পুষ্পমেঘ”।
ফুলের মত একখানি মেঘ—মনোবেগে
উড়ে যাচ্ছে।

তাই
বান্ধব কবিকে জানাচ্ছি আমার
মন্মথ-মিনতি এবং প্রণতি।

সেই প্রাচীন কবির সঙ্গে এই অর্বাচীন কবির
এটি সহালোচনা;
—মাত্র—।

পিতামহ ৺রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মেঘদূতের সম্বন্ধে অবতারণা লিখতে
আমাকে আদেশ করেছিলেন।
এইভাবে তাঁর আদেশ পালিত হোলো।

ঐ যে একখানি মেঘ উড়ে চলে গেল
তার কি পাঞ্চভৌতিক রূপ নেই?
সে কি কেবলি ফুল,—
“পুষ্পমেঘী-কৃতাত্মা”?

কাব্য-মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে
সাহসী হয়েছি
জানি না পেয়েছি কিনা
দেবতার সাহিত্য !

*   *   *   *

দ্বিতীয় সংস্করণের এই ভূমিকায় প্রসঙ্গতঃ
আমি লিখতে বাধ্য হচ্ছি একটি কথা।
এই কাব্যের ছন্দো-গতি বিলম্বিত, প্রায়
গদ্যধর্মী।
ধীরস্বরে পাঠ করতে হবে।

আমার পুত্র শ্রীসন্দীপকুমার ঠাকুর এবং
আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী শেফালিকা দেবী
আমাকে বিশিষ্ট সহায়তা দিয়েছেন।

১৩৬৩ সন
৩৫নং দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

"স্বাগত ব্যাজহান"

পুষ্পমেঘ

সাহিত্যের যক্ষ-কবি—
তোমার প্রাসাদে প্রেমার্ত অতিথি আমি।
হেথা হেরি উজ্জয়িনী, মহতী নগরী,—
পণ্যের বিপণি।

আজি তার কোনো গৃহভিতে,
কোনো বাতায়নে
দীপ-জ্বলা মহোৎসব
চক্ষে নাহি পড়ে।

ময়ূরিত মেঘের বাসরে
সন্ধ্যা কাঁদে বন্ধ্যা সম
চন্দ্রিকা-বিহীন,
আলো অতিক্ষীণ।

তবু পথ চলি
পুলকে উজ্জ্বলি
হেরিনু নয়নে
—অকস্মাৎ তব বাতায়নে
লেখন-প্রদীপ এক জ্বলে ;—
মোহ-মোহ সুবর্ণে পিঙ্গলে।

তাই আসিয়াছি

দ্রুত নাচি

বৈদ্যুতিকা-রেখাহীনা প্রচণ্ড বর্ষার

নবদূত এক :—

চলে যে চাহিয়া

দিগন্ত বাহিয়া

কাব্যের নক্ষত্রলোকে

অপূর্ণ পুলকে।

ভাবি তাই ঃ—

বর্ষা আছে—

নাই তারা আকাশেতে :

মেঘ আছে—

লোক আজি কোথা ?

দূত আমি—

কার কাছে যাব ?

কার প্রেম লিখে যাব

মেঘের ফুলেতে ?

ওগো সর্প-কবি,

তব দেহ-ছবি

মুক্ত করো

মন্দাক্রান্ত শ্লোকের নির্মোকে।

দেখাও স্বরূপ

তব অপরূপ

মেঘে-গাঁথা শ্লথ তব শোকে।

কী লিখন লিখে গেছ :—
জীবন্তে জানালে,—
একটি নয়ন-কোণে
কী মেঘ ঘনালে!
কী মেঘ দেখালে
ঐ পথিকবধূরে!

অকস্মাৎ
বিদ্যুৎ-ভঙ্গীতে
পলাশী-পুষ্পের মত গুণ্ঠন-বিতান
খসে পড়ে গেল,
একটি সঙ্গীতে।

সাহিত্য-হস্তীর সেই নবীন বৃংহিত
কামগন্ধে সিক্ত-মদ
বপ্রক্রীড়া করে আজো
আষাঢ়ের মেঘে।

শুনেছিলে, দেখেছিলে সব,
প্রসন্ন উদ্ভব!
প্রকৃতির লীলাশৈল হতে
পথের প্রমোদে মেতে
তুমি শুধু তুলে নিয়ে এলে
মিলন-উদ্বেলে
গুপ্তরাজ-কুমারের বিক্রমিত পীঠে
তৃপ্তি-মাহেশ্বরী
একটি কাব্যের ফুল!
—মন্দাকিনী-নীরভ্রষ্ট সোনার কমল?

ভারতের কবিত্বান বনে
খণ্ডকাব্যে অখণ্ডের বাজিল বাঁশরী।
পূর্ব হতে এক মেঘ উড়ে চলে গেল
উত্তর প্রদেশে
ত্রিংশকোটি জনতার মর্মস্নেহে ভরি॥

একটি নবীন যক্ষ
যুবতি-বিরহী সে—
প্রকোষ্ঠ-বলয়-খসা—
চেতনা বিবশা
প্রেমপূর্ণা করেছিল নবলব্ধা যক্ষিণীরে তার।
সামান্য সে অপরাধে—
কুবের-সংসার হতে
রাজনীতি-উপহার আসে।
অভিশাপ! বার্ষিকী নিঃশ্বাসে!
প্রেমিক হারাল তার মহা-প্রেমিকারে॥

স্বর্ণ সরসীতে ফুটেছিল হৈম-পদ্ম,
সেইটি তুলিতে
বিষণ্ণ-বিদায় পেল—
এক হাত অন্য হাত হতে।
ধ্রুব-পদ এইটি কাব্যের তব।

বিরহের বীণাধ্বনি নব
ভেসে আসে মেঘে
বিদ্যুতে পুলকে জেগে জেগে।

নমস্কার কবি কালিদাস

রামগিরি-আশ্রমেতে এসেছিল সীতা
কী বেদনা নিয়ে আসে—
বলে নি বাল্মীকি তা।
সেই বিরহের কথা—
বন্ধু কালিদাস,—মোর পুষ্পমেঘ-দূতের বারতা
রাম-সীতা হল এক কাব্য-যক্ষ-সীতা—
বাল্মীকি নামিল আসি
কালিদাস মাঝে ॥

ভারত-পাঠক আজি
পড়ে আর শোনে,
বসে বসে ভাবে,
"যারা থাকে মেঘলোকে
তারা বড় সুখী—
বুকভরা আলিঙ্গন
পায়নিকো যারা
তারা বড় দুখী।
সে সখী কোথায় মোর—
যারে প্রাণ চায়!
কুটজের পল্লী-বীথিকায়
রচিব নবীন অর্ঘ্য
স্বর্গ মিলনের

ডাক দাও বিদ্যুতেরে,—
আলোর পুলকে ঘিরে
সকুশল দিয়ে যাবে প্রবৃত্তির সমাচার সবে
বলে যাবে বাণী—
আষাঢ়ের শেষে, শ্রাবণ আসিবে পুনঃ
প্রীতি-রাঙা অধরেতে অধীর চুম্বন ॥

ওরে কালো মেঘ,
চিনি আমি তোমার কালিমা :—
ধূম নও
জ্যোতিঃ নও
জল নও
বায়ু নও
—সমষ্টির সংহিতা-গরিমা।
মেঘ-প্রাণ নিয়ে এলে
বিশ্বের সংসারে
গন্ধরাজ ফোটে চারিধারে—;
প্রেমী পেল প্রেম
কামী পেল কাম
ভিক্ষুক ভিক্ষার দান ;
চেতনায় অচেতন
প্রকৃতি কৃপণ ॥

গুহ্যকের ঔৎসুক্য গণনি
বুঝেছিলে—
ভালবাসা কামের জননী ॥

তাই কহি, বন্ধু মোর,
খোল বাতায়ন
মুক্ত কর আবরণ
আন তব রথ
বিদ্যুৎ-বহ্নিতে হেরি অভিসারপথ

পূর্বমেঘে শীর্ণবিন্দু-সম
ঝরিতেছে পথিকের পথবার্তা এক।
শুনিব না সে সঙ্গীত; সে অশব্দ-লেখ
পেয়েছি ইঙ্গিত—বৃষ্টি-ঝরা দিনে;
পথ চিনে চিনে
লয়েছি দেখিয়া
শুভ্রতার ক্ষণজন্মা প্রিয়া,
ঠোঁটের কোণের হাসি, পবন-পদবী,
পারাবত-আঁকা যেথা ভবন-বলভী,
চঞ্চল-অলকা সেথা
পথিক-বধূর
উষা-তৃষা নয়নের
অতি সুমধুর।

মন্দ মন্দ বহিছে পবন
নূপুর-নিক্কণে যেন রণিত চরণ—
পল্লবিত সে আহ্বানে
মেঘের পশ্চিম গানে
ঘোরে ফেরে বলাকার দল:-
গর্ভাধান-ব্রত সুমঙ্গল॥

দিগন্তের সঞ্চিত সন্ধ্যায়
তারা উড়ে যায় ;
উড়ে যায় বাতাসেতে
ইন্দ্রধনু-আকাশেতে
প্রেমবদ্ধ তারকার—
শ্বেত বলাকার
গর্ভাধান-লীলা ;—
সকাম-সলিলা ।

কামরূপী মেঘ হেরি
পটভূমিকায় ।
ওরে কবি, তাহারি ছায়ায়
সাজালে নবীন করি প্রকৃতি-পুরুষে
সৃষ্টি গর্ভগূঢ় ।
প্রণত আগ্রহ
ফেলে গেলে
বৈদিক ভুবনে ?
পুষ্কর-আবর্ত দিলে বংশ-পরিচয় ।
প্রবৃত্তির কাম
রেখে গেলে অধমের কাছে ।
দূরবন্ধু শ্রেষ্ঠ বিধাতার
আশীর্বাদ ভিক্ষা পেলে তুমি ।

তারে চুমি
অলকায় যে প্রেয়সী আছে
পৃথিবীর বহুদূরে
সূর্য-সন্তাপিতা,—

নূপুরেতে চঞ্চলা লাবণী
হাতে তার পান্নার বলনী
উজ্জ্বলিতা সে অভিমানিনী
সেথা যাও তুমি মেঘ, বিদ্যুৎ-ভাসিতা
ওরে কবি
কবিতার পথে
আসে তার অপূর্ব আহ্বান,
খুঁজে পাই পৃথিবীর পথ—
—নব-ভাষা-রথ।

স্বর্গের দুয়ার-শেষে কুবের-অলকা।
বাহির-উদ্যানে তার
শম্ভুর শশাঙ্ক হতে খসা
স্নিগ্ধ বিন্দু ঝরে,
থরথরি কম্পি স্তরে স্তরে।
সেই অলকার একটি প্রেমের গান
যক্ষে ঈশ্বরিত
ভেসে এলো নিম্ন পৃথিবীতে?
পৃথিবী-আলোকা তারা অলকা-বালিকা
প্রভাতের মধুবিন্দু ঝরা শেফালিকা
তারা আজ পথিক-বনিতা,
তাদের ভণিতা—
পরাধীন-বৃত্তিদেরে
দীন মর্ত্ত্যীয়েরে
পূর্ণ করে দিয়ে যায়
অপৌর্বিক প্রেমে
বিরহ-বিলীন ঘন নবীন আনন্দে।

গৈরিক নেমেছে সন্ধ্যা।
মন্দ মন্দ বহিছে পবন
লোভী অনুকূল।
কালিদাস, দূরে বসি আঁকিতেছ ছবি,
সন্ধ্যায় পূরবী।
উড়ে চলে নীল মেঘলোক ;—
বামে তার সুগন্ধি চাতক নাচে,
গর্ভাহিত হয়ে ওড়ে প্রেমের বলাকা—
নীল মেঘে
সঞ্চারিণী শুভ্রতার পাখা।

ওরে নীল কৃষ্ণবর্ণ মেঘ
অলকা ও পৃথিবীর মাঝে তুমি দূত
অপূর্ব অদ্ভুত।
নিয়ে যাও এপারের বিরহের গান
ওপারের ভ্রাতৃজায়া-পাশে ;—
দূরাশার একখানি আশা
বাণীভরা কাব্যের ইঙ্গিত।
এক-পত্নী প্রিয়া মোর
অবন্ধ্যা রয়েছে।

দূর-দৃষ্টি মেঘ,
আকাশেতে আছ তুমি
সর্বলোক চুমি
দেখিছ কৈলাস শুধু

আর—মানসের সরোবরখানি
রাজহংস নামিয়াছে সেথা।

নিয়ে এস মোর কাছে
অলকার পদ্ম-ফোটা
মৃণাল-পাথেয়।

চলে যাও রামগিরি হতে
আকাশিত স্রোতে
নিয়ে যাও উষ্ণবাষ্প নববিরহের
অমোঘ প্রেমের॥

তুমি ত জান না
প্রণয়ের অপূর্ব সাধনা।

যদি ভুল কর পথ
যদি দ্রুত নাহি হয় গতি—
তার ক্ষতি
বিঁধিবে আমার বক্ষ, জানি, তব নয়।

সেই হেতু কহি
দাঁড়াও ক্ষণেক তুমি
বন্ধু তুমি, ভ্রাতা তুমি
হে নীল সুন্দর
মোর কাছে হোক তব পাথেয়-সঞ্চয়
অলকার পথ-পরিচয়।

তবু বলি—
ধীরে যেও
বিশ্রাম করিয়া নিও

পর্ব্বতের শিখরে শিখরে
অজস্র আদরে,
নমেরুর গন্ধঘন সানুর কোলেতে
চিত্রহারা ছায়ার লোকেতে
খিন্ন হলে করে নিও পান
মধুদীপ-ইন্দ্রজলদান
কলরোলা নির্ঝরের ঝর্ঝর সলিলে

জানি আমি
যাত্রাপথে বিঘ্ন নাহি হবে।
যাত্রার বৈভবে
মুগ্ধা সিদ্ধ-বধূগুলি তোমারে হেরিয়া
চকিতে চকিতে নব আনন্দ-বন্যায়
প্রিয়-স্পর্শ লভে।
হেসো নাকো বন্ধু সেথা,
দেখে চল শুধু
পৃথিবীর মধু।
সরস নিচুল-বনে রসপান করি,
উড়ে যেও উত্তর—উত্তরী :
ভুলে যেও পথমাঝে তব
পুনর্ণব,
দিঙ্‌নাগের স্থূল হস্তলেপ,
লুপ্ত অবক্ষেপ।

ঐ দেখ, ওড়ে নীল মেঘ,
রবি-গান লেখা।

ইন্দ্রধনু হয়েছে রচনা
কূট ভেদি বল্মীকের।
কালিদাস ফুটেছে সহসা
রামায়ণ-রামধনু-শিরে।
ওরে মেঘ, তুমি যেন শিখা
গোপবেশী শ্রীকৃষ্ণের
সম্ভ্রমিত শিখণ্ড-চন্দ্রিকা।

এই ত চলার পথ
বাধা নাহি পায় কভু বিরহের রথ।
জেনে রেখো, পৃথিবীতে শোনে নাকো কেউ
সুখ ইতিহাস;
তারা মুগ্ধ দুঃখ-ইতিহাসে।
কাব্যের কর্ষণ-ফল নিয়ে চল তুমি।
ভ্রূবিলাস শেখে নাই যারা
সেই বধূ-লোচনের প্রেমাঙ্কিত পথে
চল প্রাণরথে,
মুছে যাবে মর্ত্য হতে অলকার
অলক্ষ্য সীমানা।
ত্রিভুবন মাঝে কিছু রবে না অজানা।

পথে পাবে আম্রকূট সানুমান
করে নিও সেথায় বিশ্রাম;
স্নিগ্ধবেণী সবর্ণ তোমার
তার বহুভার

বহন করিয়া নিও;
তারপরে চলে যেও
বিন্ধ্যপাদে,—
প্রসন্ন প্রমাদে
যেথা বহে যায়
রেবানদী শীর্ণা কামনায়,—
যেথা চম্পাবনে
কাব্য শোনে
বিক্রম-আদিত্য-নামা চক্রবর্তী নৃপ
সেথা বন্ধু মেঘ
অন্তঃসার-শূন্য হয়ে
হোয়ো লঘুগতি।
হবে নাকো ক্ষতি।

তারপরে উড়ে চলো জম্বুকুঞ্জ ত্যজি,
হরিৎ-কশিপ-বর্ণা দেবে দেখা নীপের মঞ্জরী
প্রথম মুকুল-ফোটা সুরভি-সুন্দরী।
গন্ধ নিও দোলন-চাঁপার—
প্রথম প্রেমের মত পরশ কাঁপার।
পথের বারতা দেবে সারঙ্গেরা সেথা।
অলকার পথে যেতে যেতে
প্রমোদেতে মেতে
দেখে যেও পৃথিবীর
ময়ূরের নাচ।
ক্ষুণ্ণ হোয়ো নাকো সুন্দরী ব্যথায়।

উড়ে চলো, উড়ে চলো নিঃশঙ্ক-লজ্জায়
কেতকীর বনবীথি চুমি—
পরাগের প্রথম-প্রলেপে
আকুল হয়েছে সেথা ভূমি।
সেথায় হয়েছে এক সংসারিত নীড়ের সূচনা
আজও মোর নীড়খানি হয় নিকো বাঁধা॥

পৌঁছে যাবে দশার্ণা-পুরীতে
বিদিশা-লক্ষণা—
জম্বু-বনান্তের পরিণত-ফল-শ্যাম মাধুরী সঞ্চয়ি।
কামীদের রাজধানী
সর্বত্র-বঞ্চনা—
পুরীটি কাঞ্চনা।

সেথা আছে বেত্রবতী, চপল-তরঙ্গা
রঙ্গিণী নদীটি।

সুখী হোয়ো হে জলদ,
চুম্বি তার ভ্রূভঙ্গিত মুখ
নিও কিছু সুখ।

তোমার যাত্রার পথে, উঠিবে ফুটিয়া
উচ্চকিত হিয়া
প্রৌঢ়-পুষ্প কদম্বের নবীন পুলক
শত শত পুষ্পলাবী বরাঙ্গনা-মুখ
যূথিকার জাল-আঁকা শত শত সুন্দর বিতান
ফুলে ফুলে সৌন্দর্যে উন্মুখ।
চলে যেও সে সব ছাড়িয়া।

তারপরে সহসা বাঁকিয়া
দেখে যেও উজ্জয়িনী
ধরণীর নগরী মোহিনী।
বন্ধু মেঘ মোর, তোমার শ্রীমুখে,
বিদ্যুতের চক্ষু যদি থাকে
সেই চক্ষু সেদিনেতে ধীরে
হানিও সপ্রেমে
উজ্জয়িনী-পৌরাঙ্গনা-নয়নের নীড়ে
যদি নাহি কর, বলিব তোমারে বন্ধু,
লোচন-বঞ্চিত তুমি,
তুমি অন্ধ মেঘ॥

পুনর্বার উড়ে চলো উত্তরের পথে—
পান কোরো নির্বিন্ধ্যার ঘূর্ণি-আঁকা জল
লভিবে সুফল।
গভীর নাভির সেথা পাবে তুমি
অভ্যন্তর-রস
পরাণ-বিবশ।
হে পথিক মেঘ,
নিও তার ভালবাসাখানি
স্ত্রীলোক কহে না কভু
প্রণয়ের বাণী।

হেরিবে অবন্তী গ্রাম
প্রসন্ন-সুঠাম ;—

বৃদ্ধেরা সেথায়
উদয়ন-কথা কয়
প্রত্যেক সন্ধ্যায়।

তারপরে দেখা দেবে
শ্রীবিশাল—বিশালা নগরী।

আহা, শিপ্রানদী—!
তার চারুতীরে
সন্ধান করিয়া ফেরে
প্রিয় প্রেয়সীরে ;—
প্রার্থনার চাটুবাদ, সুরতির গ্লানি,
নেত্র হানি,
মুছে যায় একটি সম্পূর্ণ দিনে
প্রেমের বিপিনে।

বধূরা সেথায়
সংস্কার করে কেশ ধূপের ধোঁয়ায়।
সেই ধূম বুক ভরে নিও।

বন্ধু-প্রীতিভরে, নীলমেঘ, নিও, নিও তুমি,
ভবন-শিখীর দান নৃত্য-উপহার ;—
আনন্দিত তার সমাচার।

সৌন্দর্যের পদ-রেখা ধরি
প্রশংসিতা পথিকা-অপ্সরী—
অলকার,—পথে চলো মেঘ,
প্রসন্ন-প্রবেগ ॥

আনন্দে দেখিবে,
ললিতা কন্যার পায়ে একটু কুঙ্কুম,

মহাকাল-মন্দিরেতে ধূপের সুরভি—
—বাজিছে সৈন্ধবী—।
গজরক্ত-সিক্ত-শোভা
নটরাজ-প্রমত্ত-নর্ত্তন ॥

একটি মিনতি মোর আছে
তব কাছে,
কৃষ্ণমেঘ।

জনতার চোখে
অবাল্মীক শ্লোকে
তোমার ও কৃষ্ণরূপ
বজ্রের গর্জন
বিদ্যুতের কশা—
ভাল নাহি লাগে।.
তাই আমি কহিনু আবেগে,
মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ হোয়ে থেকো,
স্বর্ণ-বর্ণ হাসিও বিদ্যুৎ-হাসি।

সেটি ভালবাসি
প্রিয়ের মন্দিরে যাবে
প্রলুব্ধ-প্রভাবে,
—স্নিগ্ধা নিশীথিনী—
ত্রস্তা লুব্ধা নবানুরাগিণী
রুদ্ধালোক-নরপতি-পথে
সূচিভেদ্য তমোময় রথে—
তারা—বরাঙ্গিনী।—

তোমার ছায়াতে শুধু চন্দ্রে ঢেকে রেখো ;
অঙ্গে তব জ্যোৎস্নার কুহেলি মেখে থেকো।

দীর্ণ হাসি হেসে
রাত্রিশেষে
ফিরিবে তাহারা—!
সুন্দরিত সৌরতী-বাহারা।
মঞ্জরিতা মাধবীর অঙ্গন শিহরি
ঠিকরি ঠোঁটের মধু রঙ্গিণী ভ্রমরী
রতি-ক্লেশে ক্ষণ-বিলাসিনী
অনভিমানিনী—
খণ্ডিতা নায়িকা—!
আহা, তারা প্রীতি-অমায়িকা।

ওঠো তুমি, জাগো তুমি, ওড়ো তুমি মেঘ,
অস্থির-আবেগ।
তবু সখা, পথশ্রম শান্ত করি
স্নান কোরো, গম্ভীরার সলিলে শিহরি।
দেখিবে সেথায়
চটুল শফরী-নৃত্য
সুপবিত্র নিতম্বের বসন-মোক্ষতা—
—অঙ্গ-শিথিলতা।
তার-পরে অঙ্গে লভি
গম্ভীরার নীলবাসখানি,
—উঠহ উড্ডীন—
আমি জানি, তুমি মেঘ,
নহ মর্ম-দীন।

এতকাল পরে
এলে তুমি পূর্বমেঘ
দেব-পূর্ব গিরির শিখরে,—
সুচারু সৌন্দর্যে,
পুলক-মাধুর্যে ॥
হয়ে গেল আত্মা তব পুষ্প-রূপী মেঘ

ময়ূয়ের নাচে—
আসিবে তোমার কাছে—
ষড়ানন দেব সেনাপতি।

তাঁর মতি—
আর্দ্রা হয় ব্যোমগঙ্গা-জলে।

একটি হৃদয়ে যেন পড়িবে ঝরিয়া
রহিয়া রহিয়া
পৌর্বভাদ্রী শেফালিকা-ফুল—
হাসে সে মুকুল ॥

মর্ত্যমেঘ,
এবার তোমার চলা—
স্বর্গেতে আলোর।
সেথা বীর্য নীল-লোহিতের
আদিত্যেরে করে প্রাদুর্ভাব;
দূরেতে দাঁড়ায়ে থাকে নিস্তব্ধ-শ্রদ্ধায়
বাসবীয় চমূ।—

বন্ধু মেঘ, তারপরে
লঘুতম-স্বরে
স্বর্গের দেউলে আসি—
তুমি তো প্রবাসী—
প্রথম শুনিও তব
নবস্নান-নব
বিদ্যুৎ-গর্জন-গান
প্রেমের আহ্বান ॥
তখনি উঠিবে নাচি,—
দুটি হাতে যেন কাছাকাছি
স্বর্ণবর্ণ দুখানি কেয়ূর—
কার্তিকেয়ী স্বর্ণিত ময়ূর !
হয়তো দেখিবে—
ময়ূরীর নূপুরের তালে
প্রভাতের পুষ্প-ফোটা-কালে
কর্ণ হতে ঝরে পড়ে হর-ভামিনীর
একটি সুন্দরী পাতা
—নীল পদ্মিনীর— ।
ওরে মেঘ, সেথা তুমি,
মহা-অনুভাবে—
—পুত্রস্নেহ পাবে ॥

বাজিয়াছে বীণা,
খিন্নখিন্ন-মূর্চ্ছনা-নিলীনা
—তোমার অজানা—
মুক্তস্বর্গ তুমি ॥

স্থগিত রবে না মোর বীণার বাদনা ;
সেথা, হেসো হাস্য তব
বৈদ্যুতিক
আকস্মিক।
আর পথে দেখো কীর্তি এক পুরাতনী,—
শ্রীরন্তীদেবের।
হায়, হায়,
প্রত্যেক প্রভাতে
যজ্ঞেতে যজ্ঞেতে
হত্যা হয়
দ্বিসাহস্রী মাঙ্গলিকী গাভী।
ওগো বন্ধু, থেকো নাকো তথা ;—
নিতান্ত-অযথা ॥

দ্রুত চলে যাও
সীমান্ত-উধাও
কার্তিক-মন্দির ছাড়ি
ঐ সেই বর্ণ-চোর কৃষ্ণের আলয়ে,
আন্তর-প্রলয়ে ;
বাঁশরীতে সেথা বাজে
পৃথিবী-সিন্ধুর গান।
কোরো মেঘ, সে প্রবাহ-পান ॥

তারপরে
ফুলে ফুলে
চ'লে যেও দুলে দুলে ॥

তবু চেও ফিরে
মর্ত্যের গৃহেতে ধীরে ধীরে
আছে যেথা বিরহীর প্রাণ— ।
—অভিশাপী এক অপমান— ॥

যেথা বহে ইন্দ্রনীলা নদী
মুক্তার্গাথা প্রেমে নিরবধি
ভাসিছে বিরহী মন ।

স্নান-রঙ্গে ব্রহ্মাবর্তে মেতো কিছুক্ষণ
দশপুরে দেখে নিও—
বধূদের নেত্রের কম্পন ।
সরস্বতী-নদী-নীরে শুণ্ডটি ডুবিও ।
অন্তরের রসঘ্রাণ করি অন্তঃ-শুদ্ধি হোয়ো ।

এবার তোমার চলা—দেবলোক-পথে ।
হরিদ্বার-পথে মেঘ ছাড়ো কনখলে ।
অলকানন্দার স্রোতে কঙ্কণ-বলয়া
ঝর্ঝরসঙ্গীতে গঙ্গা শিলাজ-নিলয়া
রচে যেথা সোপানিত স্বর্গ মালাখানি,
আমি জানি—
বসিয়া আছেন সেথা মহাসতী
শম্ভুর পার্বতী,—
গন্ধে ভাসে নাভি-গন্ধ কস্তুরীমৃগের
তুষার-রূপের ॥

তুষার-রাজ্যেতে তুমি এসেছ এবার।
সাবধানে যেও।
ক্রৌঞ্চ-রন্ধ্র অতিক্রমি পথ।

নীল মেঘ,
বিচরণ কোরো ধীরে
নীড়ে নীড়ে
পর্বতের সানুতে সানুতে
জ্যোতির্জ্বলা ভানুতে ভানুতে।

নিম্ন দেবদারুবনে স্পর্শে পবনের,
যদি দেখ—দাবানল
জ্বলিছে প্রবল,
মধুর-বর্ষণে,
নিভায়ো সে অগ্নিদাহখানি।

চমরীরা পাবে প্রসন্নতা
হিমাচল উঠিবে শিহরি ঃ—
বড়প্রিয় তারা যক্ষ দম্পতির ॥

অনন্ত-শ্রদ্ধায় মাথা কোরো অবনত,
ইন্দুমৌলি শিবের দুয়ারে।
শুনিও নির্হ্রাদ তব
মুরজ-গর্জন
বাজিও মৃদঙ্গ ;
কীচকের বেণুতে বেণুতে
পূর্ণ কোরো বাণীর রেণুতে
স্বর্গলোক-পাথেয়-স্মরণী ॥

দেখিতেছি আমি সেই অন্যলোকে
নিভৃত-আলোকে
কিন্নরীরা গাহে গান—
ত্রিপুর-বিজয়
দ্বারে দ্বারে গতি-হংস ছুটিছে অক্ষয়।
স্তব্ধচিত্তে বসে আছে যশোরাজ ভৃগু।

সে কৈলাসে
প্রান্তিক-বিলাসে
সম্ভাবনা-সমাধির তীরে
যোগরূপী হেরিও শম্ভুরে।
আঁখি ভরি দেখে নিও,
সে মুখের শুভ্র অট্টহাস,—
সুন্দর প্রকাশ ॥
তারপরে চলিও উড্ডীন
হে সখা নবীন,—
আরো অন্যলোকে
যেথায় রচিত আছে
নব ইন্দ্রধনু—
প্রেম-পরমাণু ॥
কৃষ্ণ সেথা আসিবে না,
হলধারী বলরাম প্রীতিচক্ষে নত,
রহিবে দাঁড়ায়ে দূরে।
ধারাযন্ত্র দিয়ে—
পথক্লান্ত দেহ তব করিবে সজীব
সুর-যুবতীরা—
রহিয়ে রহিয়ে ॥

মর্ত্যমোক্ষ পাবে।
আহ্লাদিত-ভাবে
ক্রীড়ায় আসিবে লীলা
সবর্ণ-সলিলা।

যক্ষীয় কর্ণেতে
অপরূপ রূপ নেবে
স্বর্ণিত কমল,
মর্দল-গর্জন হবে
মৃদঙ্গ-প্রভাস
প্রবৃদ্ধ-সহাস ॥

শেষ হল পথ-পরিচয়।
মর্ত্য হতে স্বর্গে, বন্ধু, পাঠানু তোমারে,
সেথায় সুদূর এক বিরহী সংসারে—
আছে মোর প্রিয়া ॥

ভুলে যেও কৃষ্ণ-শিব-সোপান-পদ্ধতি ;
—মধ্য-ধর্ম-গতি—।
শুধু থাকে হিয়া।

সখা,
সেথা যাও এবে
বায়বিত পল্লবে পল্লবে।

যেথা লভে
জীবনের প্রচণ্ড-প্রবাহ—

[২৭]

বেদনার বীজের সংগ্রহ
আর এক কামনা-বিরহ ॥

সেই লোকে যাও সখা
যারে কবি কালিদাস,
—বলেছে অলকা— ॥

ইতি পূর্ব মেঘ

শোনো নীল মেঘ,
চমকায় ঝলকায়
অলকায়
ললিতা বনিতা যত—
যেন তব বিদ্যুৎ-বধূটি ;
দুয়ারে দুয়ারে আঁকা থাকে
বাঁকে বাঁকে
লক্ষ ইন্দ্রধনু
—আহা, যেন তোমার দেহটি

প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে
বক্ষে বক্ষে
বেজে ওঠে সংবাদ-সুধীরা
মৃদঙ্গ মন্দিরা
অতি-তোষী
সুস্নিগ্ধ-গম্ভীর-ঘোষী।

চূড়া কাঁপে মণিময়
আনন্দ-বিস্ময়—
আকাশ-অভ্রেতে
তোমার দৈবতে

কবি কালিদাস, কোথায় লয়েছ মোরে তুমি ?

—বিশ্বভূমি—

—তুলনার অমূল সমুদ্রে,—

কাব্য-পৃথিবীর ?

হায়, কারা ধীর ?

সেথায় কেবল খেলা

—হেলা-ফেলা—

লীলা-কমলের ;

আনন্দিত আভরণ খেলিছে করকে

শিশুকুন্দ দুলিছে অলকে ।

আনো, আনো,

লোধ্রপুষ্প-রেণু—

আনো নব বেণু—

আননে পাণ্ডুতা আনো

নয়নেতে শ্রী

সিক্তকেশ শিখরেতে

নবীন পুলক পর কুরুবক ।

কর্ণে নিয়ে শিরীষের দুল

সীঁথিকার সীমানা আকুল

ভরে দেয় অলকা-ললনা

নিচোল-চলনা,—

ওরে মেঘ,

তোমারি আশিস্‌-লাগা

ফুটন্ত কদম্বে

অনিন্দ্য আনন্দে ॥

সে দেশে দেখিবে
ভ্রমরের নিত্য-মুখরতা
নিত্য-উজ্জ্বলতা
উন্মত্ত গুঞ্জন-গান।

প্রতিদিন ফোটে ফুল
—নিত্যের মুকুল—
প্রত্যেক শাখায়
নিত্যের বৃক্ষেতে;
নিত্য সরোবরে
থরে থরে
নিত্য ফোটে নিত্য-পদ্ম
নর্তন-স্বর্ণিতা;
মেখলায় দোলা লাগে—
আকাশের বলাকার
পাখায় পাখায়,
—যেন শ্বেত-শিখা॥

বিচলিত আজি আমি
ওরে মেঘ, চলে যাও ত্বরা—
অধরের রয়েছি অধরা।
চলে যাও অলকার সিংহ-পথ ধরি।—

সেথা নিত্য চমকায়—
আলোকিত কলাপী-কলাপে
কেকোৎকণ্ঠী ভুবনিত শিখীর আলাপে
প্রলাপী আমার প্রেম।

সেথা প্রতি গবাক্ষের দৃষ্টি-পথ দিয়া
নিত্য-জ্যোৎস্না ঝরে মোর প্রিয়ার নয়নে ;
—যেন মোর হিয়া।

পুষ্প-মেঘ-দূত,
তুমি কি কেবল দূত ?
বর্ণের শেখর তুমি মোর।
কৃষ্ণদ্যুতি অন্ধকারে দেখায়েছ পথ-
—আর মনোরথ।
বিদ্যুতের আলো
চকিতে দেখালো
অভিনব সুরত-মন্দির
মিলন-সন্ধির !
মনে হয়
সংসার অরণ্য নয়
যৌবনের একমাত্র ভূমি ॥

এই কি গন্ধর্বলোক ?
নৃত্যের আলোক ?
শুধু চোখে দেখি
ঘোরে ফেরে যক্ষিণীর দল,
যৌবনের পূর্ণিমা-পুলকে
অলক-চঞ্চল।
সেথা মেঘ নাই,—
নয়নে সলিল আছে
শুধু আনন্দের :

কামের কলহ নাই,—
পুষ্পিত তাড়না আছে মাধবী গন্ধের ;
স্থির আছে অস্থির আয়ুটি পুর্ণ-যৌবনেতে ॥

হে কুবের,
অভিশপ্ত যৌবন তোমার।
কেন দিলে শাপ,—?
—অনঙ্গ-নিবাপ ?
বেশী কথা বলা ভালো নয়
তাই, ধন-ধনঞ্জয়,—
মৃদুহাসি তোমারে বিদায় দিনু
পুষ্পলোক হতে ;
—যাও তব পথে।

রহস্য যক্ষের এক সুন্দর প্রাসাদে
যাবে মোর মেঘ
ধীর-নীরবেগ।
দূত নয়, ভ্রাতা মোর,
পুষ্পিত-সুন্দর ॥
জানিহ একদা
ফিরিয়া আসিবে মর্ত্যে
মোর মেঘ-ভ্রাতা।
বিশ্ব তার পাবে পরিচয়,—
অসীম-সুন্দর এক প্রেমের সঙ্গীতে।

"হস্তে লীলাকমলমলকে'

উড়ে যাও, তুমি মেঘ
শুধু উড়ে যাও
অলকার আলোকিত গৃহে

হয়ত পাবে না সেথা নিষ্পলক
কদম্বের রোমাঞ্চ-পুলক।

তবু ভাবি, স্নেহে—
হয়ত হেরিবে তুমি
চারু চিত্র বিরহের এক—
উদাসীনা একটি যক্ষিণী
কান্ত-প্রণয়িনী ;—
জ্যোতির ছায়াটি যেন
কুসুম-খচিতা—
পাত্রে রাখে রতি-ফল-মধু,—
কল্পনার তরু-প্রসবিতা॥

বিদ্যুৎ-নয়ন হানি
দেখে নিও সেই গৃহখানি।
মন্দাকিনী-সলিলের শিশিরে নাহিয়া
কর্ণে পোরো মন্দার-কুণ্ডল
পৌঁছ সেথা জলদ, সজল।

তারপরে
অতৃপ্ত-নয়নে
দেখো তুমি আমার বধূরে
সুন্দর-মধুরে।

যার—
রত্ন-দীপি ঘরে
যার—
পক্ক বিম্বাধরে
অনিভৃত চক্ষু মোর লগ্ন হয়ে আছে—
নিষ্ঠায় সলাজে ॥

ওগো মেঘ, কৃষ্ণবর্ণ তুমি।
তাই তব হৈম হিয়াখানি
ধরা নাহি পড়ে।
তোমারে হেরিয়া
চূর্ণ-মুষ্টি যদি পড়ে
শয়ন-প্রদীপ 'পরে
গৃহ নিভে যাবে।
কহি তাই, স্তনিতগর্জনে স্নিগ্ধ হয়ে থেকো।
শুধু বন্ধু, মনে রেখো
অলকায় বধূটি রয়েছে
অভিশপ্ত স্বামী তার প্রবাসী হয়েছে,—
রাম-গিরি-মার্ত্তিক-আশ্রমে।
যেথা শুধু মেঘ-স্নেহ নামে ॥

হাতে লয়ে কনক-কমল
বসে আছে প্রিয়া।
ভাবো, তার হিয়া ॥
কর্ণ হতে খসে যায় মন্দার-মুকুল
বড় প্রিয় ফুল।

মনে হয়—
বিরহের ভারে
সেই অসংসারে
নিতম্বে নাহিক তার
কদম্বের ভার ;
শুধু আছে বসনের
চিত্রিত ঝঙ্কার ।

সেথা শুধু
নয়নেতে পাবে মধু ;
পুষ্পোদ্ভেদ হতেছে লতায়
চরণ-কমলখানি লাক্ষাটি রাঙায় ।
ভূষণের নাহি বহুলতা ।
মুখে তার নাহি প্রসন্নতা ॥

পুষ্পমেঘ, কোথায় চলেছ তুমি ?
স্বর্গদ্বার হতে আজি কোন্ দেবলোকে ?
তুমি কি বুঝিতে পার বিরহীর ব্যথা ?
—রামগিরি হতে এক অলকার গাথা ?

স্থির-বেগ মেঘ,
পৌঁছেছ কি অলকায় প্রিয়ার মন্দিরে ?
সেথা ক্ষণতরে
শান্ত কোরো বিদ্যুতিত আঁখিখানি তব ।
—ভাষা অনুভব ।

ধনপতি কুবেরের প্রাসাদ-উত্তরে
রয়েছে আমার ঘর
আঁকা সেথা—
নীলামের জড়,
সুন্দর তোরণ-পাশে
পুষ্পিত-প্রয়াসে
শুধু আছে
মন্দারের গাছ,
কী সুন্দর নাচ !

সুখী হস্তে
লালন করেছে কান্তা তনয়ের লোভে

গৃহের প্রাঙ্গণপ্রান্তে আছে,—নীলদীঘি
মরকত-শিলা দিয়ে বাঁধা
অগাধ সলিল দিয়ে সাধা ।
স্বর্ণ-পদ্ম ফোটে তায় ।

মৃণাল-দণ্ডটি তার
বৈদূর্যমণির
—যেন কোনো পাতাল খনির ।—

পদ্মপত্রছায়
নীল জলে বাস করে স্বর্ণ রাজ-হাঁস
মানসের দীঘি হতে আসা ।
—পূর্বোত্তরী হৃদয়ের আশা ।—

শোকের সঙ্কেত তুমি পাবে না সেথায় ॥

দীর্ঘিকার মরকত-তীরে
ইন্দ্রনীল-শৈলেতে সমীরে
দোলে মোর
কনক-কদলী-দল ;
—সেটি প্রিয়া-স্থল ।

পাছে ভুল কর তুমি,—
আমার ঘরের তাই
আরো দেব পরিচয়—
চিহ্নিত সঞ্চয় ।

সেথা আছে— ;
চঞ্চল-পল্লব এক
রক্তালোকী অশোকের তরু ।

বকুল-শাখায়—
ফুটে আছে ফুল
কুরুবক লতিকাটি আসন্ন-মুকুল ।
আহা, মোর মাধবী-মণ্ডপী !
—কৃষ্ণহীনা অপ্রসন্না যেন দীনা গোপী !
সেটি দেখে মনে হবে—
তোমার সখীর এবে
পুষ্পফোটা এসেছে সময় ।
বদনেতে মদিরিত
নব অধরিত
দোহদের আকাঙ্ক্ষা লেগেছে ;
বিরহ জেগেছে ॥

সেই শৈল পাশে
'নীল-কণ্ঠ'-নাম তার
সুহৃৎ ময়ুর ভালবাসে,
কাঞ্চনী ফলকা-যষ্টি
—পান্না দিয়ে গড়া।
প্রতি সন্ধ্যাকালে
মোহিনী গৈরিকী ভালে
বলয়ের শিঞ্জা-তাল দিয়া
নাচায় তাহারে মোর প্রিয়া
সহর্ষ আদরে ;—
কলাপে প্রলাপ-রূপ ঝরে।
জানি আমি, নীল মেঘ,
সখা তুমি নীল ময়ূরের।

অলকার সুন্দরতা মাঝে
কারো ঘরে যাহা নাই
মোর ঘরে রাজে।
সৌন্দর্য-দর্শন-চক্ষু!
পণ্য-সভ্যতায়
দেখে নিও সে সভায়
শঙ্খ-পদ্ম-আঁকা মোর
বিস্তীর্ণ তোরণ-দ্বার।
সেই গৃহে নাহি আমি আজি।
আমার বিরহে যেন ম্লানপদ্মে সাজি,
রয়েছে ভবন—
সূর্যহারা দিগন্তের একটি স্বপন—।
ঐশ্বর্যের সুরের কম্পন।

রম্য-সানু লীলা-শৈল-শিরে
অতি ধীরে ধীরে
ক্ষণিক বিশ্রাম নিও
আস্থান করিও,
ক্ষান্ত কোরো পথিক বিরহ,
রহস্য অসহ।
তারপরে
ভবনের অভ্যন্তরে
স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিও।
—বৃষ্টিটি মিটিও।
সে দৃষ্টিতে যেন
বিদ্যুতের না হয় বিলাস,
জোনাকীর মত হয় নয়ন-প্রকাশ
অতি মৃদু-হাস।

তন্বী-শ্যামা কান্তা মোর।
ওরে মেঘ, বর্ণচোর
পক্ক বিম্বাধরে তার
লগ্ন আছে দশনের শিখর-শুভ্রতা।
ক্ষীণ কটিখানি
গ্রহণ করিতে পারি
একটি বাহুর মীড়ে,
সুনিভৃত নীড়ে।
নয়নেতে তার
—চকিত বাহার—
চঞ্চল-চলনা-লীলা বন-হরিণীর ;—
—যেন অপ্সরীর।

নিম্নিত নাভীর
বসতি গভীর ;—
আমার প্রেমের।
উঠিতে পারে না সে
সলজ্জ-সাহসে।
গুরুভার লজ্জা নিতম্বের।
অতিপ্রিয় মর্ত্য-মুখী স্তন দুটি তার
—তারা যে আমার—
স্তোকনম্র হয়ে আছে।

মর্মবন্ধু মেঘ, তাহারে চিনিতে তব
ক্লেশ নাহি হবে,
প্রিয়া সে যে, বিধাতার সৃষ্টি-প্রধানিকা
অপূর্ব-দীপিকা
যৌবনেতে রমণীয়া
সর্বকালে বরণীয়া
সে যে মহারাণী—।
সলাজ সংগ্রামে—মোর
সে যে অধিরাণী।

দ্বিতীয় জীবন মোর প্রিয়া
—দ্রুত-দ্রুত-হিয়া—
পরিমিত-কথা কয়,
অন্তরে প্রলয়।

"উৎসঙ্গে চ মলিনবসনে"

অলকানন্দার তীরে
বসে আছে সহচর-হীনা,
বেদনার চক্রবাকী
প্রাণ-শূন্যা দীনা।
অলকের রুক্ষ প্রান্তগুলি
ফুটায়েছে তুলি
বিরহিণী ক্লান্ত-মুখী তারে,
—অবর্ণ্য সংসারে—
দক্ষিণ করেতে যেন আধো হতে আধো
বাধো বাধো
প্রভাতের চাঁদ।

প্রসন্ন প্রমাদ

দূর হতে ভাবিতেছি
দেখিতেছি আমি ঃ—

কান্তা এক হস্তে লয়ে পূজা-পুষ্পভার
ব্যাকুল-সম্ভার
মলিনা রয়েছে বসি
কান্তের পূজায়।
অথবা সে তন্বী বিরহিণী
রচিতেছে বসি তার মানস-গোপনী
ভাবগম্য প্রিয়কে লিখন—
মানস-মিলন ॥
অথবা সে প্রশ্ন করে
স্নিগ্ধ-সমাদরে
প্রিয়া সারিকারে—

“ও রসিকে,
তোর কি রে মনে পড়ে
আমার প্রিয়েরে ?”
“মাধুর্যের বাণী নিয়ে কোথায় রয়েছ মোর প্রিয়
বলে যাও,—বলে দিয়ে যাও !”
অনন্ত সে আনন্দের কথা !

সৌম্য-মেঘ, আরো শোনো,
হেরিবে আমার গৃহে,
শ্রদ্ধা-সমাহিতা—
বধূ এক বসে আছে—অলকা-দুহিতা
মলিনবসনা আর অঞ্চল-স্খলিতা ;
অঙ্কটিতে তার
লীনা আছে বীণা।

তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাজে
বজ্র-লাজে—
আমারি গোত্রের নাম,
অভিসারী ছন্দের সংগ্রাম ॥

প্রণয়-হস্তিকা
অশ্রু-সিক্তা সে বীণ-তন্ত্রিকা
কথা ভুলে যায়।
মীড় নাই, নাই সে মূর্চ্ছনা।
নাই—কিছু নাই।
কোথা পাবে প্রেয়সী সে প্রিয় ?

হয়ত হেরিবে তুমি ঃ—
দিন ফুরায়েছে,—
কেহ নাহি কাছে
কান্তা মোর মাস গণে বসি,
সন্তৃপ্তি নিঃশ্বসি।

বধূ ভাবে শুধু—
অন্ত কবে হবে বিরহের
বার্ষিকী দুঃখের !

ভাবে,—
আর প্রতি-দেহলীতে
পুষ্প দেয় আসন্ন-মিলনী ;—
হাতে ঘোরে পান্নার বলনী

তারপরে অকস্মাৎ—
—সব ভুলে যায়—।

মনে হয় তার—
এসে গেছে প্রিয়—
—দুটি প্রাণে যেন বাঁধিয়াছে
রাঙা উত্তরীয়—
পেয়েছে সে নবীন আস্বাদ
—অঙ্গনার পরমাদ—।

বিরহের চিন্তাশেষে
ভালোবেসে—
—এইটুকু রমণ-বিষাদ—॥

নীল মেঘ, চিত্ত অকুণ্ঠিত
বিনোদ-বিহীন রাত্রে
বোলো তুমি সখীরে তোমার
—স্তনয়িত গর্জন-সম্ভার
"ওগো সাধ্বী, প্রত্যেক নিশীথে
মর্ত্ত্য হতে অতি সুনিভৃতে
তোমার চরণ-প্রান্তে কান্ত আসি বসে
প্রত্যন্ত-সরসে
অলকার বাতায়নে স্তিমিত-প্রদীপে— ;
ঘুমখানি ভাঙাতে তোমার।"

হয়ত হেরিবে তুমি—
বিরহের শয্যা 'পরে
যথেচ্ছ প্রণয়ভরে
ঘুমায়ে রয়েছে মোর প্রিয়া।
কিছু না কহিয়া
দেখে নিও সে চিত্র-মহিমা,—
উষার আলোক-ভাঙা হেমন্ত চন্দ্রিমা॥

বিরহের ক্রূরবজ্র হেনেছে তাহারে, মেঘ,
কী আর কহিব—।
সকলি সহিব!
পলক-পুলকে যার রাত্রি যেত কাটি
আজি তার রাত্রি নাহি কাটে।

হয়ত হেরিবে তুমি—

সংসারেতে চাওয়া আর যাহা পাওয়া যায়

পায় নাই প্রিয়া।

স্বপ্নমাঝে পেয়ে গেছে তাহা ;

আদর, সোহাগ, আর সম্ভোগের লীলা

প্রেম-মঞ্জরিত এক মরকত-শিলা॥

স্বপ্ন শুধু—হয় রে উজ্জ্বল।

স্বপ্ন নাহি ধোয়া যায়

নয়নের সলিলে কোমল।

হয়ত হেরিবে তুমি—

জুঁই-ফুল নাই,

সেথা হায় নাই রে মল্লিকা,

বাঁধে নি কবরী কান্তা,

মেঘের বরণ যার শিখা ;

ভাবিতেছে বসি

স্নেহে খসি

কখন আসিবে মোর নির্বাসিত প্রিয় ;

নারদবীণার মত

অনাহত

সে সংবাদ

তুমি জেনে নিও।

জনো মেঘ নীল,

—বর্ণিত সলিল—

প্রিয়া মোর কখনো সহে নি ;

—কথাটি কহে নি—

ব্যথাখানি বিরহের
অসহ্যের।
আজি তার কাঁপে হিয়া—দুরু দুরু,
তোমার ধ্বনিটি হোক লঘু হতে গুরু॥
বার্ষিকী প্রেমের মণি
রয়েছে কি গাঁথা তার বুকে— ?
—মিলন-সম্মুখে॥
বিরহের শয্যাপাশে
প্রণয়-পেশল শ্বাসে
ওগো মেঘ, তুলো নাকো তান
নর্দিত গর্জিত তব গান।
সলিলের করুণায়
বারুণিত বন্যায়
ভিজাইয়া দিয়ে যেও তুমি
নদীদের চুমি
অলকায় কান্তা-মনখানি।
আমি জানি—সর্ব-শেষ
সর্ব শোক মুছে দেয় প্রেমের আশ্লেষ॥
তারপরে শুনিও প্রিয়ারে
মধু-গাঁথা বাণী—,
যেন তার ধরে-থাকা
রাঙা হাতখানি—।
স্বপনের মাঝারেতে,—ভাবিবে প্রেয়সী মোর
আমি আছি পাশে ;
মুহূর্তের অতি কাছাকাছি ;—অতি মন্দহাসে
যেন এক পুষ্পফোটা ঘুম-ভাঙা ভোর ;
ঝরিবে নয়নে তব লোর॥

খুলে যাবে পথখানি তব
কল্পনার বাণীর আলোকে
নব লোকে লোকে
দেহ তব হয়ে যাবে লীন
বিদ্যুৎ-বিলীন,—
আলিঙ্গন-মাধুর্য-সঙ্গীতে।
উচ্ছ্বসিত শোক—
সুপ্রেমিত শ্লোক
স্থান পাবে উৎকণ্ঠার পাশে,
প্রিয়-প্রিয়া অভিন্ন ভঙ্গিতে॥

যা-তা বলে যাবো—
অদৃষ্ট-প্রভব।
প্রিয়ার কর্ণেতে মোর—
সব-কিছু নব;
কবিতার সবিতার চারুতায়
—আনন্দসম্ভব।

কহিও প্রিয়ারে মোর, মেঘ-
সুস্থির আবেগ॥
ছন্দে ছন্দে নব
পুষ্প-ভব।

"প্রতিদিন আমি শ্যামা-লতিকায়
তোমার অঙ্গ হেরি—
চকিতের-দেখা হরিণীর চোখে—
অলকার আলো হেরি
পৃথিবীর চাঁদে তোমার মুখের
ললিতা ভাষাটি শুনি
নীলচন্দ্রিকা শিখীর কলাপে
কেশ-কৃষ্ণতা বুনি।
যেথা বাঁক খায় নদীর রেখাটি
সেথা বাজে ভ্রু-র বীণা
এত হেরিলাম—তুমি হে প্রেয়সী—
প্রতিমায় রূপলীনা॥

"সেদিনে
বিজনে আঁকিতেছিলাম—
ধাতুরাগ দিয়ে
প্রণয়-কুপিতা রূপ;
শিহরি শিহরি
শিলীত-লহরী—
যেমনি ধরিব বুকে
মহা-নিবেদিত সুখে—!
অমনি অশ্রু নামিয়া ঘটাল
প্রলয়ের পরমাদ
তুমি মুছে গেলে
—সঙ্গমহীনা—
কৃতান্ত-আস্বাদ॥

"ভোরের স্বপনে দেখিয়া তোমায়
জাগিয়া উঠেছি সুখে
নির্ম্মম হাতে জড়ানু তোমারে
নেত্র-নিমীল বুকে।
শেষে দেখি হাত ধরিয়া রয়েছে
সোনালী আকাশ শুধু
কোথা রামগিরি, কোথায় অলকা
স্বপ্ন কি মোর বধূ!
শুধু দেখিলাম একটি লতার
একটি পত্র হতে
দুইটি শিশির ঝরে পড়ে গেল
মহান্ কালের স্রোতে।

"আমি ভালবাসি সেই অলকার
তুষার-শীতল হাওয়া
তব অঙ্গের—
ঘন সুগন্ধে—নাওয়া।
বসে বসে ভাবি
সে বুঝি এসেছে—
ছুঁয়েছে আমার প্রাণ।
—তার অঙ্গের গান— !

'কিন্তু জানিও হে মোর প্রেয়সি
দুঃখ-সুখের সাড়া
জগতেরে দেয় নাড়া;

একধার থেকে চাকা উঠে যায়
অন্যধারে সে নামে
একদিকে থামা, থামে না যখন,
অন্যদিকে সে থামে।

"মিলনের আলো হেরিতেছি চোখে
নয়ন মুদিয়া থেকো
বিরহ নাহিক কল্পনা-লোকে
এইটকু মনে রেখো
শারদ-চন্দ্র হেরিবে নিভৃতে,
প্রত্যেক নিশিভিতে—
বিরহ-গণনা
নহেক সাধনা
মিলন-মথিত চিতে।

"হে প্রেয়সি মোর
—আঁখি-ফুল ডোর,—
পড়িছে কি তব মনে?
একদিন ছিলে
কণ্ঠে কণ্ঠে
শুভ্র-শয়ন-বনে?
সহসা জাগিলে
ঝাপিত-চকিত
প্রেম-ফুল-ঝরা ক্ষণে

নীল ফুল যেন ছলে ঝরে গেল
নয়নের রাঙা কোণে ॥

তারপরে শুধু উঠিলে হাসিয়া
আমার পরাণ গ্রাসিয়া নাশিয়া
হাসিলে মোহন হাসি—।
—যেটি আমি ভালবাসি ॥

কহিলে —
'রে শঠ, স্বপনে হেরিনু
তুমি আছ আন ঘরে।'
রাত্রি পোহাল অজস্র সমাদরে ॥"

* * * *

এই অভিজ্ঞান···দিনু আমি মেঘদূত ॥
ফুল-মেঘ, অপূর্ব-অদ্ভুত—
লোকে বলে,
জনে বলে—
স্নেহ নয় জয়
ধ্বংসিত বিরহে হয় লয়।

অতি ভুল কথা
প্রচণ্ড ব্যর্থতা।
অসম্ভোগের ফলে
স্নেহ হয় গাঢ় ;
রসতা—
প্রেমের নীড়।

বন্ধু আমার, সুহৃদ্ আমার,
সখীরে তোমার
এই আশ্বাস দিও ॥
দৌত্যটি মিটিও ;
তার পরে দ্রুতগতি
শুভমতি
ফিরিও নিজেরে,—মহাবায়ুস্রোতে,
শৈল-লালিত কৈলাস-কূট হতে।
ফিরে এস,
আর এনো—প্রিয়ার সঙ্কেত
- আর ভালোবাসা।
জানত-
জীবন
শিথিল-ঝরণ
প্রভাতী কুন্দ-সম ॥

ওগো ফুল-মেঘ, মানো মোর বাণী।
জানি, তুমি মানী, অতি সাবধানী।
রহস্য যক্ষের এক কান্ত-মিলনের নব প্রার্থনায়
অপার কৃপায়
স্বর্গমর্ত্য—
দেবলোক—
প্রেম—
হেরিয়া ক্লান্ত তুমি
শ্রান্ত হয়েছ।

তবু চাতকেরে জলদান কোরো পথে
—আকাশখানিরে চুমি।
বিদ্যুৎ-বধূ রবে তব কাছে
নিত্য-অধর-ধরা,
রতির প্রীতিতে ভরা,
আমি আছি আর তুমি॥

ইতি উত্তরমেঘ